ভালো কাজ,
ধারাবাহিকতা এবং এগিয়ে চলা

এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস (ইএসএস) ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল (সিজিসি)

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে কাজে যোগ দিতে সহায়ক

Canada

International Labour Organization

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষার্থী তৈরির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ হওয়া উচিৎ নয়। ভবিষ্যতের জন্যে দক্ষ গ্র্যাজুয়েটদেরকে সঠিক পথ বেছে নেওয়া ও তাদের মান অনুসারে চাকরি পাওয়ার দিক-নির্দেশনা দেওয়াও এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হয় এবং প্রয়োজনের সময় দক্ষতার যোগান দিতেও ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে এই সেবাগুলো পাওয়া খুব দুর্লভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালায় বলা হয়েছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) ইনস্টিটিউটগুলো যাতে ক্যারিয়ার দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী চাকরিপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে (অনুচ্ছেদ ১১.১৯ ও ১১.২০ অনুসারে)।

কারিগরির শিক্ষার্থীদের জন্যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরিতে প্রবেশের কাজটি সহজ করার জন্যে কানাডার তহবিলে গঠিত আইএলও-এর বাংলাদেশ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি (B-SEP) প্রজেক্ট অনেকগুলো কারিগরি ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করেছে। ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস (ইএসএস) ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল (সিজিসি) গঠন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া ও চাকুরি অনুসন্ধানের দক্ষতা তৈরির দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়াও কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলোর সাথে সম্ভাব্য চাকরিদাতাদের যোগাযোগের মাধ্যমে চাকুরি অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটি অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে।

এই প্রকাশনাতে এ পর্যন্ত যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আরও বেশি ইনস্টিটিউট ও শিক্ষার্থীদেরকে লাভবান করা যায় এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ- এখোনে তাও বলা হয়েছে।

এ পর্যন্ত কতটুকু করা হয়েছে

B-SEP প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৮ সালের মধ্যে আটটি এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস (ইএসএস) ইউনিট ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল (সিজিসি) এর কাজ পরীক্ষামূলকভাবে করা হয়েছিল। ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে সাতটি সরকারিভাবে পরিচালিত এবং একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

"বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস, রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পঞ্চগড় টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ, বরিশাল টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ, নীলফামারি টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ, বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিকেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চট্টগ্রাম, রাজবাড়ি টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ ও ইউসেপ (UCEP) বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানসমূহে এ সেবাগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।"

কারিগরি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে কাজে প্রবেশের ব্যাপারে এ সেবাগুলো অনেক ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে:

একজন কাউন্সিলর বাছাই করে জীবন বৃত্তান্ত লেখার নিয়ম, চাকরির আবেদন করার উপায় ও ক্যারিয়ারের জন্য সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ সহ এমপ্লয়ার'স অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল।

একটি চাকরির পোর্টাল তৈরি করা, যাতে শিক্ষার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত থাকবে, যেটা চাকুরিদাতারাও দেখতে পারবেন।

ক্যারিয়ার ডিরেক্টরি তৈরি ও আপডেট করা, যাতে পেশাভিত্তিক চাকরির বিস্তারিত বিষয়, যোগ্যতা, ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা উলেখ থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে।

শিক্ষার্থী ও সম্ভাব্য চাকুরিদাতাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে চাকরি মেলার আয়োজন করা।

ফলাফল

এই সেবাগুলো থেকে চাকুরি অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার দক্ষতা, নিয়োগ, শিল্প- প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক তৈরি ও ক্যারিয়ার বাছাইয়ের ব্যাপারে **২৫২** জন শিক্ষক, **৬,০৬৪** জন শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী ও **৩৮৭** জন চাকরিদাতা লাভবান হয়েছেন। **৬,৮০৩** জন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে **১,৪৯১** জন আছেন মহিলা। ছয়টি কারিগরি ইনস্টিটিউটের দ্বারা আয়োজিত ১০টি চাকরি মেলায় অংশ নিয়ে এই উপায়ে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত **৩৩৮** জন গ্র্যাজুয়েট চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা পেয়েছেন এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল থেকে পরামর্শ পেয়েছেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস এর অধ্যক্ষ মো. আয়ুব আলী বলেন, ***"এমপয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসের পদক্ষেপগুলোর সহায়তায় আমরা আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হই।"***

কীভাবে এই প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত কাজে লাগানো যায়

এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস ইউনিটগুলো ও ক্যারিয়ার গাউডেন্স সেল অপেক্ষাকৃত সহজেই তৈরি করা যায়। এর মাধ্যমে যেকোনো কারিগরি ইনস্টিটিউটের মান বাড়ানো যায় এবং একে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সাথে ঐকতানে নিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াকে প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলো যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারে তা হলো:

এমপ্লয়ার'স অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন

এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস-এর জন্য একটি এমপ্লয়ার'স অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন করা একান্ত আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন ও চাকুরি মেলার আয়োজনের মাধ্যমে এই কমিটি কারিগর ইনস্টিটিউটগুলোকে সহায়তা দান করে।

এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস ও ক্যারিয়ার গাউডেন্স সেল প্রতিষ্ঠা করা

ইনস্টিটিউটগুলোতে এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারিগর ইনস্টিটিউটগুলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি ক্যারিয়ার গাউডেন্স সেল টিম গঠন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে মনোযোগী হতে হবে।

একটি চাকুরি পোর্টাল তৈরি

একটি চাকরির পোর্টাল খুলতে হবে এবং নিয়মিত আপডেট করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে তাদের জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে পারবে। আর চাকরিদাতারা শূন্য পদের জন্য চাকুরি আহ্বান করতে পারবেন। চাকরির পোর্টালটি কারিগরি ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটের সাথে যুক্ত থাকবে।

একটি ক্যারিয়ার ডিরেক্টরি তৈরি ও আপডেট করা

কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলো একটি ক্যারিয়ার ডিরেক্টরি তৈরি ও আপডেট করতে পারে। এখানে বিশেষ বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাকরির তথ্য, দক্ষতা, যোগ্যতা, শূন্য পদ, পদগুলোর মযাদা-ক্রম ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য থাকবে।

চাকুরি মেলার আয়োজন করা

এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো চাকরি মেলার আয়োজন করা। এ মেলার মাধ্যমে জাতীয়, স্থানীয় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চাকরিদাতারা একাত্ম হতে পারেন। কারিগরি শিক্ষার্থী, গ্র্যাজুয়েট ও চাকরি প্রার্থীরা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের সযোগ পাবেন ও তাদের স্টল ঘুরে দেখতে, লিফলেট দেখতে ও তথ্য নিতে পারবেন।

সোশ্যাল মার্কেটিং প্রচারণার আয়োজন করা

সোশ্যাল মার্কেটিং প্রচারণার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা যাবে।

কী করা প্রয়োজন

এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস (ইএসএস) ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল (সিজিসি) কারিগরি গ্র্যাজুয়েটদের ক্যারিয়ার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ও চাকরির ক্ষেত্রে মূল্যবান সেবা দিলেও এই নমুনাটি সকল কারিগরি ইনস্টিটিউটের জন্যে বাস্তবায়ন করতে গেলে এখনও অনেকগুলো বাধা পাড়ি দিতে হবে।

পর্যাপ্ত মানব সম্পদ

পর্যাপ্ত পরিমাণ মানব সম্পদ কাজে লাগানো না গেলে ইএসএস ও সিজিসি কোনো কাজ করবে না। মানব সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে পথ দেখানোর জন্যে বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি শিক্ষা বিভাগ (ডিটিই) ও মানবসম্পদ কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।

পর্যাপ্ত অবকাঠামো

ইএসএস ও সিজিসি প্রতিষ্ঠার পথে অবকাঠামোর অভাব একটি বাধা হিসেবে কাজ করে। এই সেবাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্যে পর্যাপ্ত কক্ষ ও কম্পিউটার সুবিধা প্রয়োজন। এ ধরনের অবকাঠামো তৈরির জন্য সরকারের তহবিল বরাদ্দ করা উচিৎ।

পর্যাপ্ত বাজেট

দাতাদের অর্থে পরিচালিত পরীক্ষামূলক ধাপের বাইরে ইএসএস ও সিজিসি সার্ভিসের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত বাজেট প্রয়োজন। প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে এই পদক্ষেপ অব্যহত রাখার জন্যে ডিটিই ও বিএমইটি-এর উচিৎ বাজেট প্রস্তুত রাখা। নইলে অংশীদারের আর্থিক ছাড়া প্রকল্পটি চলতে পারবে না।

নজরদারি ও পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

ইএসএস ও সিজিসি এর কাজগুলোর অগ্রগতি পরীক্ষা করতে কর্মদক্ষতা পরিমাপের কৌশল যুক্ত করা দরকার। তহবিল প্রদান ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে ইএসএস ও সিজিসি এর ফলপ্রসূতা দেখানোর জন্যে ডেটা বা উপাত্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস (BIGC) কর্তৃক সফলভাবে ইএসএস ও সিজিসেল প্রতিষ্ঠা:

আইএলও-এর B-SEP প্রকল্পের সহায়তায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস (বিআইজিসি) ২০১৫ সালে একটি এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং (সিজিসি) সেল প্রতিষ্ঠা করে। পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পের অধীনে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলের সাথে বিআইজিসি একটি সমঝোতা স্মারকে (MOU) স্বাক্ষর করে, যা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে ইন্সটিটিউটটির সম্পর্ক তৈরি করে এবং শিক্ষার্থীরা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সিরামিক শিল্পের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ পায় এবং এর ফলে চাকুরির বাজারে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারে।

এছাড়াও বিআইজিসি একটি ডিরেক্টরি তৈরি করেছে যা শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে কী ধরনের পেশা রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। এতে রয়েছে চাকুরির বিস্তারিত বিবরণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রতিটি চাকুরির জন্য প্রয়াজনীয় অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীদেরকে এ ধরনের ডিরেক্টরি প্রদানের ফলে তারা জানার সুযোগ পায় যে চাকুরিদাতার ঠিক কোন বিষয়টি চাচ্ছে বা কোথায় চাকরির খোঁজ করতে হবে। বিআইজিসি একটি ওয়েবসাইটও খুলেছে যাতে অনলাইন জব পোর্টালও আছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন গ্লাস ও সিরামিক প্রতিষ্ঠান সমূহের শূন্য পদে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে।

মুন্নু সিরামিকস বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সিরামিক কোম্পানি, যারা দেশি ও বিদেশি বাজারের জন্যে সিরামিক পণ্য প্রস্তুত করে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানিটি তাদের কারখানার জন্যে প্রতি বছর ২০-২৫ জন কর্মচারী নিয়োগ দিত। তবে মুন্নু সিরামিকসের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলেপমেন্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক আবদুলাহ আল মামুনের মতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ ছিল না এবং মানসম্মত কর্মী পেতে অনেক সাধনা করতে হয়েছে। কিন্তু ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস (বিআইজিসি) এর সাথে যুক্ত হবার পরে মুন্নু সিরামিক বিআইজসির শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ৪৫ জন দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিয়েছে।

ILO Country Office for Bangladesh
Block-F, Plot 17/B&C, Sher-E-Bangla Nagar
Administrative Zone, Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh

Tel: + 880 2 55045009
IP Phone: 880 9678777457
Fax: + 880 2 55045010

Web: ilo.org/bangladesh
Facebook: @ilobangladesh
Twitter: @ilobangladesh

Copyright© International Labor Organization 2018